সচিত্র ওজু ও সালাত শিক্ষা

শাইখ মুহাম্মাদ আব্দুর রব আফফান মাদানী

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

تعليم الوضوء والصلاة المصور

(باللغة البنغالية)

ويليهما :الأخطاء فيهما وأدعية الصلاة وأذكار بعد
المفروضة وأهمية الصلاة والجماعة وحكم تاركها
وصفة الغسل والتيمم والمسح على الخفين وغيرها

تأليف

محمد عبد الرب عفان المدنى

সচিত্র ওজূ ও সালাত শিক্ষা

শাইখ মুহাম্মাদ আব্দুর রব আফ্‌ফান মাদানী

বই : সচিত্র ওযূ ও সালাত শিক্ষা
সংকলন : শাইখ মুহাম্মাদ আব্দুর রব আফ্‌ফান মাদানী
প্রকাশনায় : শুব্বান রিসার্চ সেন্টার

সচিত্র ওজূ ও সালাত শিক্ষা

পবিত্রতা, নামাজ ও এতে প্রচলিত ভুল, আযকার-দোয়াসমূহ, জামা'আত ও জুমু'আর গুরুত্ব এবং নামাজ পরিত্যাগকারীর বিধান, গোসল, তায়াম্মুম ও মোজার উপর মাসাহ ইত্যাদি।

শাইখ মুহাম্মাদ আব্দুর রব আফ্ফান মাদানী

দাঈ, দ্বীরা ইসলামিক সেন্টার, রিয়াদ, সৌদি আরব।
দাওরা হাদীস ও সাবেক শিক্ষক : মুহাম্মাদিয়া আরাবিয়া, ঢাকা।
লিসান্স : ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, মদীনা; কামিল হাদীস : সরকারী মাদ্রাসা-ই-আলিয়া, ঢাকা; আলোচক : আল-রিসালাহ টিভি, রিয়াদ, সৌদি আরব।

প্রকাশনায়

শুব্বান রিসার্চ সেন্টার

সচিত্র ওজূ ও সালাত শিক্ষা

শাইখ মুহাম্মাদ আব্দুর রব আফ্‌ফান মাদানী

প্রথম প্রকাশ: ফেব্রুয়ারি ২০২৪, **প্রথম সংস্করণ:** মার্চ ২০২৪
দ্বিতীয় সংস্করণ: জানুয়ারি ২০২৫

প্রকাশনায়:

শুব্বান রিসার্চ সেন্টার
৭৯/ক/৩, উত্তর যাত্রাবাড়ী, ঢাকা-১২০৪
ফোন: +880 1765-812261, src.shubbanbd@gmail.com

পরিবেশনায়:

মাকতাবাতুশ্ শুব্বান
৭৯/ক/৩, উত্তর যাত্রাবাড়ি, ঢাকা-১২০৪।
ফোন: +88 01877-724200

পৃষ্ঠাসজ্জা ও মুদ্রণ: **দারুল কারার কম্পিউটার এন্ড প্রিন্টিং**

মূল্য ৪০ টাকা মাত্র

SACHITRA OJU O SALAT SHIKKA by Sheikh Muhammad Abdur Rab Affan Madani, Published by Shubban Recearch Center, 79/A/3 North Jatrabari, Dhaka-1204, Bangladesh. Price: BDT 40, USD $ 1

সূচি

ভূমিকা	৯
নাবী ﷺ-এর ওজূর পদ্ধতি	১০
তায়াম্মুম	১৮
মিসওয়াক	১৯
ফরজ গোসল	২০
গোসলের ফরজ কাজ	২১
মোজার উপর মাসাহ	২৩
ওজূ ভঙ্গের কারণ	২৪

ওজূ ও পবিত্রতায় প্রচলিত ভুল ২৫
সালাতের গুরুত্ব ও পরিত্যাগকারীর বিধান ৩০
সালাতের গুরুত্ব ৩০
সালাত সর্বাবস্থায় ফরয ৩০
সালাত পরিত্যাগকারীর বিধান ৩১
সালাত নষ্টকারীর ঈমান নষ্ট হয়ে যায় ৩১
সালাত ইসলাম ও কুফরের মাঝে পৃথককারী ৩১
সালাত ত্যাগকারী কাফের ৩৩
সালাত পরিত্যাগকারীর পরিণাম ৩৪
কিয়ামতের দিন কাফের নেতা কারুন, ফিরআউন, হামান ও উবাই বিন খালফের সাথে হাশর হবে ৩৪
সালাত ত্যাগকারীর ঠিকানা জাহান্নাম ৩৫

সালাত ত্যাগকারীকে কিয়ামতের দিন
জাহান্নামের গর্তে নিক্ষেপ করা হবে ৩৫

নাবী ﷺ-এর সালাতের পদ্ধতি ৩৮

জামা'আতের সালাত ৫৮

জামা'আতে সালাতের ফযীলত ৫৯

সলাতের দো'আ ও যিক্‌র ৬০

প্রথম: তাকবীরে তাহরীমার পর ইস্তিফতাহ
(সানা) বা প্রারম্ভিক দো'আ ৬০

দ্বিতীয়: রুকুর দো'আ ও যিক্‌র ৬২

তৃতীয়: রুকূ হতে ওঠার দো'আ ৬৪

চতুর্থ: সিজদার দো'আ ও যিক্‌র ৬৭

পঞ্চম: দুই সিজদার মাঝে বসার দো'আ ৬৮

ষষ্ঠ: তাশাহহুদ (আত্তাহিয়্যাতু) ৬৯

সপ্তম: আত্তাহিয়্যাতু-দরূদের পর সালামের পূর্ব
মুহূর্তের দো‘আ ৭২
অষ্টম: সালামের পর বর্ণিত যিক্‌র ৭৪
পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের ফরজ ও সুন্নাতে
মুয়াক্কাদার রাকা‘আত সংখ্যা ৮৫
জুমু‘আহর সালাতের ফজিলত ৮৬
জুমু‘আহর সালাতের আদব ৮৭
সালাতে প্রচলিত ভুল ৮৭
যেসব বিষয় সালাতকে বাতিল করে দেয় ৯৬

ভূমিকা

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد أما بعد.

প্রিয় নাবী মুহাম্মাদ ﷺ বলেন,

«مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوْئِيْ هَذَا ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَا يُحَدِّثُ فِيْهِمَا نَفْسَهُ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»

"যে ব্যক্তি আমার এই ওজূর ন্যায় ওজূ করবে অতঃপর দুই রাক'আত সলাত বা সালাত এমনভাবে আদায় করবে, যাতে মনে অন্য কিছু উদয় হবে না, তার পূর্বের গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে।" (বুখারী ১৫৯, মুসলিম ২২৬)

«صَلُّوْا كَمَا رَأَيْتُمُوْنِيْ أُصَلِّيْ»

"তোমরা ঐভাবে সালাত আদায় করো যেভাবে আমাকে সালাত আদায় করতে দেখেছ।" (বুখারী ৬০০৮)

তাই ওজূ ও সলাত বিশুদ্ধভাবে শিক্ষার লক্ষ্যে আমাদের এ ছোট্ট পুস্তিকার অবতারণা। এর মাধ্যমে আল্লাহ আমাদের সলাতকে হুবহু নাবী মুহাম্মাদ ﷺ-এর শেখানো পদ্ধতিতে সহীহ-শুদ্ধভাবে আদায় করার তাওফীক দান করুন। আমীন!

মুহাম্মাদ আব্দুর রব আফ্ফান

নাবী ﷺ-এর ওজূর পদ্ধতি

১. মনে মনে ওজূর নিয়ত করে “বিসমিল্লাহ্” বলে ওজূ শুরু করুন। ওজূর জন্য পরিমিত পানি ব্যবহার করুন।

২. কব্জি পর্যন্ত দুই হাত ধৌত করুন।

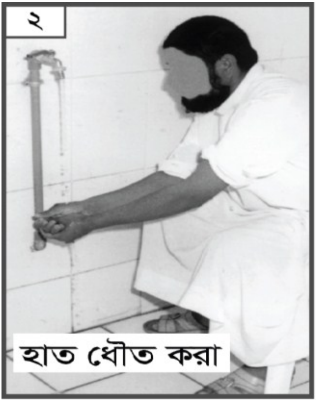

৩. ক) কুলি করুন এবং নাকে পানি গ্রহণ করুন।

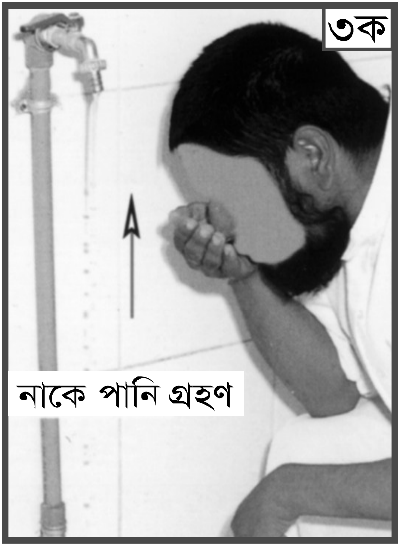

খ) বাম হাত দিয়ে নাক ঝেড়ে ফেলুন।

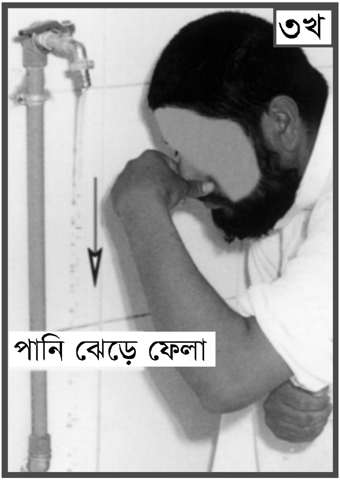

৪. ক) দাড়ি "খেলাল"-সহ সম্পূর্ণ চেহারা ধৌত করুন।

খ) **চেহারার সীমা:** এর দৈর্ঘ্য চেহারার ঊর্ধ্বসীমা থেকে থুঁতনির নিচ পর্যন্ত এবং প্রস্থ এক কান থেকে অন্য কান পর্যন্ত।

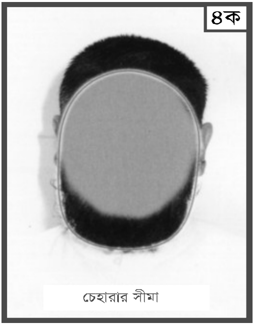

চেহারার সীমা

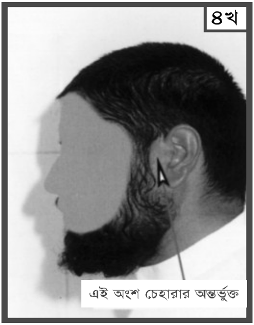

এই অংশ চেহারার অন্তর্ভুক্ত

গ) **দাড়ি খেলালের পদ্ধতি:** দাড়ির নিচে এক চুল্লু পানি ব্যবহার করুন বা ভেজা আঙুল দাড়ির মধ্যে প্রবেশ করান।

দাড়ি খেলাল করা

৫. উভয় হাত কনুই পর্যন্ত ধৌত করুন। (হাত ধোয়ার সময় আঙুল খেলাল করা সুন্নাত)

৬. সম্পূর্ণ মাথা মাসাহ করুন।

পদ্ধতি: উভয় হাত মাথার অগ্রভাগ থেকে শুরু করে শেষ প্রান্ত পর্যন্ত টেনে নিয়ে পুনরায় অগ্রভাগে ফিরিয়ে আনুন। তারপর উভয় কান মাসাহ করুন। শাহাদাত আঙুল কানের মধ্যে ঢুকিয়ে বৃদ্ধাঙুলি দ্বারা কানের পিঠ মাসাহ করুন। (মাথা ও কান একবার মাসাহ করতে হয়।)

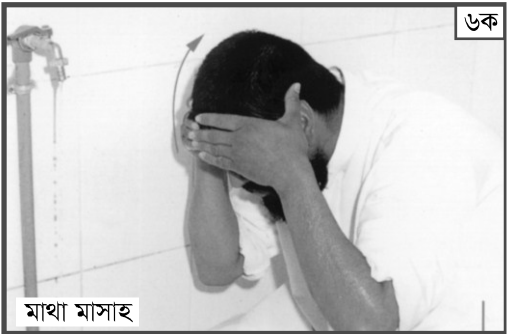
৬ক
মাথা মাসাহ

৬খ
মাথার শেষ প্রান্তে নিয়ে যাওয়া

৬গ
মাথার শেষ প্রান্ত থেকে ফিরিয়ে আনা

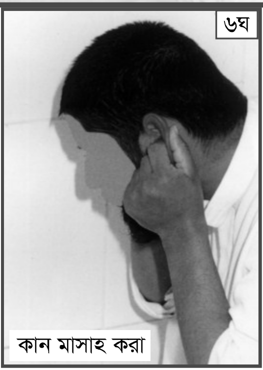
৬ঘ
কান মাসাহ করা

কান মাসাহ করার সময় কানের ভাঁজগুলো আঙুল দিয়ে পরিষ্কার করুন।

৭. টাখনু পর্যন্ত উভয় পা ধৌত করুন।

৮. পায়ের আঙুলও খেলাল করা সুন্নাত।

পায়ের আঙ্গুলি খেলাল করা

৯. ওজূ শেষে নিম্নের দো‘আটি পাঠ করুন:

আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহূ লা শারীকা লাহু, ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান ‘আব্দুহূ ওয়া রসূলুহ। আল্লাহুম্মাজ ‘আলনী মিনাত্ তাওয়াবীনা অজ‘আলনী মিনাল মুতাতাহহিরীন।

তায়াম্মুম

তায়াম্মুমের নিয়ত করে উভয় হাত পবিত্র মাটিতে একবার লাগান। অতঃপর উভয় হাত দ্বারা চেহারা, তারপর বাম হাতের তালু দ্বারা ডান হাতের পিঠ ও ডান হাতের তালু দ্বারা বাম

হাতের পিঠ মাসাহ করুন। চেহারার পূর্বে উভয় হাতও মাসাহ করা যায়। কেননা উভয়রূপেই বর্ণনা এসেছে। (বুখারী ৩৩৮, ৩৪৭ ও মুসলিম ৩৬৮)

উল্লিখিত দলীলের ভিত্তিতে পানি না পাওয়া বা অপারগতার কারণে গোসলের পরিবর্তেও উল্লিখিত পদ্ধতিতে তায়াম্মুম করা যায়।

মিসওয়াক

মুখ পরিস্কার ও দুর্গন্ধমুক্ত রাখাতে মিসওয়াক অত্যান্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

নবী ﷺ বলেন: السِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ "মিসওয়াক হচ্ছে, মুখ পবিত্রকারী ও রব্বকে সন্তুষ্টকারী" (মুসনাদে আহমাদ হা. ২৪২০৩; সুনানে নাসাঈ হা. ৫; সহীহুত তারগীব ২০৯, মিশকাত হা. ৩৮১)

প্রত্যেক সালাতের সময় মিসওয়াক করা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর একটি গুরুত্বপূর্ণ সুন্নত। তিনি

ﷺ বলেন, لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِيْ أَوْ عَلَى النَّاسِ لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ صَلاَةٍ "আমার উম্মত বা সকলের জন্য যদি কষ্টকর না হতো তাহলে আমি তাদেরকে প্রত্যেক সালাতের সময় মিসওয়াক করতে আদেশ করতাম"। (সহীহ বুখারী হা/ ৮৮৭)

ফরজ গোসল

ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায় পবিত্রতা অর্জনের নিয়তে এবং আল্লাহর নৈকট্য পাওয়ার উদ্দেশ্যে পবিত্র পানি দ্বারা পুরো শরীর ধোয়াকে 'গোসল' বলা হয়। মৌলিক ৩টি কাজ করার মাধ্যমে এই ফরজ গোসল আদায় হয়।

গোসল ফরজ হওয়ার কারণঃ

৪ (চার) কারণে গোসল ফরজ হয়। এই ৪ কারণের মধ্যে থেকে যে-কোনো একটি কারণ সংঘটিত হলেই গোসল ফরজ হয়।

কারণগুলো হলো—

১. নারী-পুরুষের যৌনমিলন, স্বপ্নদোষ বা যৌন উত্তেজনায় জাগ্রত অবস্থায় বীর্যপাত হলে গোসল ফরজ। আল্লাহ তাআলা নির্দেশ দেন–

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾

'আর যদি তোমরা বড় অপবিত্র হও তবে গোসল করে নাও।' (সূরা মায়েদা : ৬)

২. মাসিক বন্ধ হওয়ার পর নারীদের পবিত্র হওয়ার জন্য গোসল করা ফরজ।

৩. সন্তান প্রসবের পর নেফাসের রক্ত বন্ধ হলে পবিত্র হওয়ার জন্য নারীদের গোসল করা ফরজ।

৪. শহীদ ব্যতীত মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেওয়া ফরজ।

গোসলের ফরজ কাজ

উল্লিখিত অপবিত্রতা থেকে পবিত্র হতে ৩টি কাজ করা ফরজ। যথাযথভাবে এ ৩টি কাজ

আদায় না করলে গোসলের ফরজ আদায় হবে না। কাজ ৩টি হলো–

১. অন্তরে নিয়ত করা। (বুখারী ও মুসলিম)

২. কুলি করা এবং নাকে পানি দেওয়া। (বুখারী ও মুসলিম)

৩. সারা শরীর উত্তমরূপে পানি দিয়ে ধোয়া: (বুখারী ও মুসলিম) যাতে দেহের কোনো জায়গা শুকনো না থাকে, তবে পানি পাওয়া সম্ভব না হলে এবং পানি ব্যবহারে অপারগ হলে তায়াম্মুম করাই যথেষ্ট।

ফরজ গোসল সম্পন্ন করার সর্বোত্তম নিয়ম হলো–

১. "বিসমিল্লাহ" বলে শুরু করা। (শারহু 'উমদাতুল ফিকহ) তবে গোসলখানা ও টয়লেটে বিসমিল্লাহ মুখে উচ্চারণ করে বলা যাবে না।

২. উভয় হাতের কব্জি পর্যন্ত ধোয়া। (মুসলিম)

৩. লজ্জাস্থান ধোয়া। (বুখারী ও মুসলিম) বাম হাতে পানি দ্বারা লজ্জাস্থান পরিস্কার করা।

৪. ওজূ করা। (বুখারী ও মুসলিম) পা ধোয়া ছাড়া সালাতের ওজূর ন্যায় ওজূ করে নেওয়া।

৫. মাথায় তিন চুল্লু পানি দেওয়া। (বুখারী ও মুসলিম)

৬. চুলের গোড়া খেলাল করা। (ফাতহুল বারী)

৭. ডান দিক থেকে শুরু করা। (বুখারী ও মুসলিম)

৮. শরীর ঘষা বা কচলানো। (শারহুল মুমতে)

৯. পুরো শরীর ভালোভাবে ধুয়ে নেওয়া। (বুখারী ও মুসলিম)

৭. পা ধোয়া। সবশেষে গোসলের স্থান থেকে একটু সরে এসে উভয় পা ভালোভাবে ধোয়া। (বুখারী ও মুসলীম)

মোজার উপর মাসাহ

ওজূ অবস্থায় পরিহিত পবিত্র মোজার উপরে গৃহে অবস্থানকারীর জন্য ১ দিন ১ রাত এবং মুসাফিরের জন্য ৩ দিন ৩ রাত মাসাহ করা জায়েয। (মুসলিম ২৭৬)

মাসাহর পদ্ধতি: উভয় হাত পানি দ্বারা ভিজিয়ে ডান হাত দিয়ে ডান পায়ের মোজার উপরিভাগ; অনুরূপ বাম হাত দিয়ে বাম পায়ের মোজার উপরিভাগ মাসাহ করবে।

মোজার উপর মাসাহর শর্ত:

১। মোজা যেন টাখনুসহ দু পা ঢেকে রাখে।

২। মোজাদ্বয় স্বাভাবিক ওজূ অবস্থায় পরিধান করা এবং তা পবিত্র থাকা।

ওজূ ভঙ্গের কারণ

১। পেশাব-পায়খানার রাস্তা দিয়ে কোনো কিছু বের হওয়া। যেমন: পেশাব, পায়খানা, বাতাস, বীর্য, রক্ত বা অন্য কোনো তরল পদার্থ।

২। জ্ঞানশূন্য হওয়া। যেমন: গভীর নিদ্রা, সংজ্ঞাহীনতা বা নেশাগ্রস্থতা।

৩। সতরবিহীন অবস্থায় লজ্জাস্থান স্পর্শ করা।

৪। যে কারণে গোসল ফরজ হয়ে যায় তা সংঘটিত হওয়া।

৫। মুরতাদ হওয়া।

৬। উটের গোশত খাওয়া। (মুসলিম ৩৬০)

ওজূ ও পবিত্রতায় প্রচলিত ভুল

১. ওজূ ও পবিত্রতা অর্জনের নিয়ত মুখে উচ্চারণ করা অথচ নাবী ﷺ নিয়তের একটি অক্ষরও উচ্চারণ করেননি বরং মনে মনে নিয়ত করেছেন।

২. ওজূর শুরুতে 'বিসমিল্লাহ' না বলা।

৩. ওজূর প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ধোয়ার সময় বানোয়াট দো'আ পড়া, অথচ নাবী ﷺ এভাবে কোনো দো'আ পড়েননি বা নির্দেশও দেননি।

৪. ওজূর প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ উত্তম ও পরিপূর্ণরূপে না ধোয়া।

৫. ওজূতে ধারাবাহিকতা ও পর্যায়ক্রম বজায় না রাখা।

৬. ওজূর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো অতিরঞ্জিত বা ইচ্ছে করে তিনের অধিকবার ধোয়া।

৭. ওজূ ও গোসলের সময় ঘড়ি ও আংটির নিচে পানি না পৌঁছানো। অনুরূপ নখ পালিশ, রং ও এ জাতীয় কিছু লেগে থাকলে তা অপসারণ না করা।

৮. ওজূতে ঘাড় মাসাহ্ করা। অথচ এ ব্যাপারে অবশ্যই কোনো বিশুদ্ধ দলীল নেই।

৯. ওজূতে মাসাহ্ করার ক্ষেত্রে শুধু মাথার অগ্রভাগ, এক-চতুর্থাংশ বা অর্ধেক মাসাহ্ করাই যথেষ্ট মনে করা। অথচ আল্লাহ পূর্ণ মাথা মাসাহ্ করার নির্দেশ দিয়েছেন।

১০. বর্তমানে প্রচলিত মোজার ওপর মাসাহ্ করা জায়েয মনে না করা।

১১. মোজায় মাসাহ্ করার সময় পায়ের তলাসহ পূর্ণ পা মাসাহ্ করা।

১২. তায়াম্মুমে পূর্ণ হাত মাসাহ্ করা। অথচ সহীহ হাদীসে উভয় হাত কব্জি পর্যন্ত ও মুখমণ্ডল মাসাহ করার কথাই রয়েছে। (বুখারী ও মুসলিম)

১৩. অতিরিক্তি পানি ব্যবহার করা। অথচ নাবী ﷺ সবসময় পরিমিত পানি ব্যবহার করতেন।

১৪. কিবলামুখী হয়ে বা কিবলাকে পেছনে রেখে পেশাব-পায়খানা করা।

১৫. পেশাবের ছিটা থেকে বাঁচার চেষ্টা না করা, অথচ নাবী ﷺ এ থেকে হুঁশিয়ার করেছেন এবং তা কবিরা গুনাহ বলে অভিহিত করেছেন।

১৬. পেশাব-পায়খানার বেগ ও চাপ নিয়ে সালাত আদায় করা।

১৭. শয়তানকে সুযোগ দিয়ে তার ওয়াসওয়াসায় পড়ে ঢিলা-কুলুপ নিয়ে বাড়াবাড়ি ও অভিনব পদ্ধতি অবলম্বন করা।

১৮. ফরয গোসলের সময় গুপ্ত ও সহজে ভেজে না এমন অঙ্গ ও আঙুলগুলো উত্তমরূপে ধৌত না করা।

১৯. ঋতুস্রাব বন্ধ হওয়ার পরও কোনো কোনো মহিলার গোসল করে পবিত্র হতে বিলম্ব করা।

২০. কোনো কোনো নারীর পবিত্রতা অর্জনের পরেও প্রথম ওয়াক্তে সালাত শুরু না করে পরবর্তী ওয়াক্ত হতে সালাত শুরু করা।

২১. কোনো নারীর কোনো সলাতের ওয়াক্ত শুরু হওয়ার পর ঋতুস্রাব আরম্ভ হলো, অতঃপর ঋতুস্রাব বন্ধ হওয়ার পর পবিত্রতা অর্জন করে ঐ ওয়াক্তের সলাতের কাযা আদায় না করা।

সলাতের সময় শুরু হয়ে যাওয়ার পর ঋতুস্রাব শুরু হলে পবিত্রতা অর্জন করে মহিলার উক্ত সালাত আদায় না করা।

২২. কোনো কোনো মহিলার সন্তান প্রসবোত্তর স্রাব ৪০ দিনের পূর্বেই বন্ধ হওয়া সত্ত্বেও সালাত-রোযা আদায় না করে ৪০ দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করা।

২৩. ফরজ গোসলের সময় (মনে মনে) নিয়ত না করা।

২৪. জামা'আত ছুটে যাওয়ার ভয়ে ওজূ ও ফরজ গোসল না করেই তায়াম্মুম করে সলাতের জামা'আতে শরীক হয়ে যাওয়া।

২৫. স্ত্রী সহবাস করা সত্ত্বেও বীর্যপাত না হলে ফরজ গোসল না করা, অথচ নাবী ﷺ বীর্যপাত না হলেও গোসল ফরজ বলেছেন। (বুখারী, মুসলিম)

ওজূ সলাতের চাবি ও পূর্বশর্ত। অতএব আল্লাহ্ আমাদেরকে নাবী ﷺ-এর পদ্ধতিতে ওজূ করার তাওফীক দান করুন। (আমীন)

সালাতের গুরুত্ব ও পরিত্যাগকারীর বিধান

সালাতের গুরুত্ব:

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন: "দ্বীনের প্রধান হলো ইসলাম আর ইসলামের খুঁটি হলো সালাত এবং তার শীর্ষদেশ হলো আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা।" (তিরমিযি)

সালাত সর্বাবস্থায় ফরয:

এমনকি ভয় বা যুদ্ধের ক্ষেত্রেও মাফ নেই। আল্লাহ তায়ালা সর্বপ্রথম সালাত ফরজ করেছেন। সর্বপ্রথমে এটারই হিসাব নেয়া হবে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সর্বশেষ অসীয়ত ছিল এই সালাত সম্পর্কে এবং সালাতই একমাত্র ইবাদত যা আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর রাসূল ﷺ-কে মি'রাজের রাতে তাঁর আরশে নিয়ে সরাসরি ফরজ করেন।

সম্মানিত পাঠক! আশা করি উপরিউক্ত সংক্ষিপ্ত আলোচনা থেকে সালাতের গুরুত্ব বুঝে এসেছে।

সালাত পরিত্যাগকারীর বিধান:

নিম্নে সালাত পরিত্যাগকারীর বিধান সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো–

সালাত নষ্টকারীর ঈমান নষ্ট হয়ে যায়:

কেননা আল্লাহ্ তায়ালা সালাতকে ঈমান নামে অভিহিত করেন। যেমন তাঁর বাণী:

﴿وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَـٰنَكُمْ﴾

“আল্লাহ তা‘আলা তোমাদের ঈমান (তথা সালাত) বিনষ্ট করবেন না।” (সূরা বাক্বারা: ১৪২)

সালাত ইসলাম ও কুফরের মাঝে পৃথককারী

রাসূলুল্লাহ বলেন:

« بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلاَةِ »

"নিশ্চয় মানুষ এবং শিরক ও কুফরের মধ্যে পৃথককারী বিষয় হলো সালাত ত্যাগ করা।" (মুসলিম ৮২)

তিনি ﷺ আরো বলেন:

الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ الصَّلَاةُ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ

"আমাদের ও তাদের (কাফেরদের) মধ্যে অঙ্গীকার হলো সালাতের। অতএব যে ব্যক্তি সালাত ছেড়ে দিল সে কুফরী করলো।" (মুসনাদে আহমাদ ২২৯৩৭, আবু দাউদ, তিরমিযি ২৬২১, নাসায়ী ও ইবনে মাজাহ ১০৭৯)

উক্ত হাদীসের কুফরীর অর্থ এমন কুফরী যা মানুষকে মিল্লাতে ইসলামী থেকে বের করে দেয়। কারণ নাবী ﷺ সালাতকে মুমিন ও কাফেরের মধ্যে পৃথককারী বলে ঘোষণা করেছেন। অতএব যে ব্যক্তি এই অঙ্গীকার পূর্ণ করবে না, সে কাফেরদের অর্ন্তভুক্ত হয়ে যাবে।

(বিস্তারিত দেখুন শাইখ মুহাম্মাদ উসাইমীনের সালাত ত্যাগকারীর বিধান)
আব্দুল্লাহ বিন শাকীক আল উকাইলী বলেন: "রাসূলুল্লাহর সাহাবাগণ সালাত ত্যাগ করা ব্যতীত অন্য কোনো আমল ত্যাগ করাকে কুফরী মনে করতেন না। (আলবানীর সহীহ তিরমিযি: ২৬২২)
উমার ﵁ বলেন: "যে ব্যক্তি সালাত ছেড়ে দিল ইসলামে তার কোন অংশ নেই।" (মুয়ত্তা ইমাম মালেক)

সালাত ত্যাগকারী কাফের:

এ বিধান যেসকল সাহাবী বর্ণনা করেছেন তাঁদের মধ্যে উমার ফারুক, আব্দুর রহমান বিন আউফ, মুয়াজ বিন জাবাল, আবু হুরাইরা, আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ, আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস, জাবির বিন আব্দুল্লাহ্ আবু দারদা ﵃ প্রমুখ সাহাবাগণ উল্লেখযোগ্য। (শায়খ মুহাম্মাদ সালেহ উসাইমীনের উক্ত রিসালা দ্র.)

সালাত পরিত্যাগকারীর পরিণাম

কিয়ামতের দিন কাফের নেতা কারুন, ফিরআউন, হামান ও উবাই বিন খালফের সাথে হাশর হবে:

হাদীসে এসেছে: "যে ব্যক্তি সালাত সংরক্ষণ করলো, তার জন্য উক্ত সালাত কিয়ামতের দিন জ্যোতি, প্রমাণ ও নাজাতের উসিলা হিসাবে গণ্য হবে। আর যে ব্যক্তি সালাত সংরক্ষণ করেনি তার জন্য সালাত কিয়ামতের দিন কোন জ্যোতি, প্রমাণ ও নাজাতের ওসীলা হিসেবে কাজে আসবে না বরং সে কারুন, ফিরআউন, হামান ও উবাই বিন খালফের সাথে একত্রিত হয়ে উঠবে।" (মুসনাদে আহমাদ)

ইমাম আহমাদ رحمه الله উক্ত হাদীস থেকে সালাত ত্যাগকারী কাফের হওয়ার দলীল গ্রহণ করেছেন। তিনি বলেন, তাদের সাথে হাশর হওয়ার জন্য কাফের হওয়া জরুরী। (শায়খ আব্দুল্লাহ ফালের সালাত বিষয়ক রিসালার ১০ পৃ. দ্র.)

সালাত ত্যাগকারীর ঠিকানা জাহান্নাম:

﴿مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ - قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ﴾

আল্লাহ তায়ালার বাণী: "তোমাদেরকে কিসে সাকার নামাক জাহান্নামে এনেছে? তারা বলবে, আমরা নামাযীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম না। (সূরা মুদ্দাস্সির : ৪২-৪৩)

সালাত ত্যাগকারীকে কিয়ামতের দিন জাহান্নামের গর্তে নিক্ষেপ করা হবে:

যেমন সৎ ও পুরস্কৃত লোকদের আলোচনা শেষে আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أضاعُوا الصَّلاةَ واتَّبَعُوا الشَّهَواتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا﴾

তাদের পরে আসল এক অপদার্থ পরবর্তীগণ, তারা নামায় নষ্ট করল ও প্রবৃত্তির অনুসরণ করল। সুতরাং তারা অচিরেই "গাইয়া" প্রত্যক্ষ করবে। (সুরা মারইয়ামঃ ৫৯)

"গাইয়া" হচ্ছে জাহান্নামের একটি উপত্যকা যার গভীরতা অনেক এবং সেখানে রক্ত ও পুঁজের নিকৃষ্ট খাবার। (তাফসীর ইবনে কাসীর ৩-১২৬)

প্রিয় পাঠক! লক্ষ্যনীয় যে, কুরআন বা হাদীসে কোথাও উল্লেখ নেই যে, সালাত ত্যাগকারী কাফের নয় বা সালাত ত্যাগ করা সত্ত্বেও সে ঈমানদার। আর যদি কোনো ব্যক্তি বলে যে, সালাত ত্যাগকারী কাফের হওয়ার দলীলসমূহ প্রকৃতপক্ষে যারা সালাত ফরজ হওয়াকে অস্বীকার করে তাদের জন্য সাব্যস্ত; ত্যাগকারীদের জন্য নয়। তবে বলা হবে তার কথা কুরআন ও হাদীসের দৃষ্টিতে সঠিক নয়। কারণ বিধানদাতা আল্লাহ তায়ালা যে বিষয়ের সাথে উক্ত বিধান সংশ্লিষ্ট করেছেন এবং গুরুত্বারোপ করেছেন তা উপেক্ষা করা হবে। কেননা আল্লাহ্ তায়ালা সালাত ত্যাগ করাকে কুফরী বলেছেন। সালাত অস্বীকার করা শর্ত নয়। আর সালাত প্রতিষ্ঠার উপর ধর্মীয় ভ্রাতৃত্ব

স্থাপন হয়। সালাত ফরজ হওয়ার অঙ্গীকার বা স্বীকার করার উপর নয়। আর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এ কথা বলেননি যে, মানুষ ও শিরক-কুফরীর পৃথককারী হলো সালাত ফরজ হওয়াকে অস্বীকার করা বা একথাও বলেননি যে, আমাদের ও তাদের (কাফেরদের) মধ্যে অঙ্গীকার হলো সালাত ফরজ হওয়াকে অস্বীকার করা বা যে ব্যক্তি উক্ত সালাত ফরজ হওয়াকে অস্বীকার করলো সে কাফের। কুরআন ও হাদীসের উক্ত দলীলসমূহ সালাত ত্যাগকারীর ক্ষেত্রে না নিয়ে সালাত ফরজের অস্বীকারকারীর ক্ষেত্রে নেয়া হলে বলতে হয় যে, বিশেষভাবে তাহলে সালাতকেই কেন উল্লেখ করা হলো। উক্ত বিধান তো যাকাত, রোজা ও হজ্বের ক্ষেত্রেও। এ গুলোর যেকোন একটি অস্বীকার করলেও তো কাফের হয়ে যাবে। শুধু সালাতের ক্ষেত্রেই নয়। আল্লাহ্ তায়ালা আমাদের দ্বীনের সঠিক বুঝ দান করুন এবং সহীহভাবে যাবতীয় সৎ আমলের তাওফীক দিন। আমীন!!

صلاة النبي ﷺ

নাবী ﷺ-এর সালাতের পদ্ধতি

সালাত আদায় করতে ইচ্ছুক ব্যক্তি সহীহ পদ্ধতিতে ওজূ করার পর যে সলাত বা সালাত আদায় করবে তার নিয়ত (মনে মনে) করবে। অতঃপর কিবলামুখী হয়ে "আল্লাহু আকবার" বলে সালাত শুরু করবে।

"আল্লাহু আকবার" বলার সময় দুই হাতের আঙুলগুলো মিলিত অবস্থায় উভয় হাত কাঁধ পর্যন্ত ওঠাবে। কেননা ইবনে উমার رضي الله عنه বলেন: নিশ্চয়ই নাবী ﷺ তাঁর দুই হাত উভয় কাঁধ পর্যন্ত ওঠাতেন যখন তিনি সালাত শুরু করতেন, রুকুর জন্য যখন "আল্লাহু আকবার" বলতেন এবং যখন রুকু থেকে মাথা ওঠাতেন। (বুখারী ৭৩৬, মুসলিম ৩৯১) (চিত্র ১ দ্র.)।

অথবা উভয় হাত উভয় কান বরাবর ওঠাবে। কেননা মালেক বিন হুয়াইরিস رضي الله عنه হতে বর্ণিত “নিশ্চয় নাবী ﷺ যখন “আল্লাহু আকবার” বলতেন তখন তাঁর উভয় হাত ওঠাতেন, এমনকি তিনি তা উভয় কান বরাবর ওঠাতেন।” (মুসলিম-৩৯১)। (চিত্র ২ দ্র.)।

অতঃপর ডান হাত দ্বারা বাম হাতের কব্জি ধারণ করে উভয় হাত বুকের উপর রাখবে। (সহীহ ইবনে খুজাইমা ও আবু দাউদ, শায়খ আলবানী ﵀ সহীহ বলেছেন) (চিত্র ৩ দ্র.)।

অথবা ডান হাত বাম কব্‌জি ও বাহুর উপর রেখে বুকের উপর রাখবে। (চিত্র ৪ দ্র.)

কেননা ওয়ায়িল ইবনে হুজর ﵁ হতে বর্ণিত “অতঃপর আল্লাহু আকবার বললেন অর্থাৎ নাবী ﷺ, তারপর তিনি তার ডান হাত বাম কব্জি ও বাহুর উপরিভাগে রাখলেন। (আবু দাউদ, আলবানী ﵀ সহীহ বলেছেন) আর ওয়ায়িলের অন্য বর্ণনায় আছে, তিনি ﷺ তাঁর উভয় হাত বুকের উপর রাখেন। (ইবনে খুযাইমা ৪৭৯, শায়খ আলবানী ﵀ সহীহ বলেছেন)

সলাতে দাঁড়িয়ে সিজদার স্থানে দৃষ্টি রাখবে। কেননা আয়েশা ﵂ নাবী ﷺ-এর সলাত বা সালাত সম্পর্কে বলেন, তিনি সিজদার স্থান হতে দৃষ্টি পরিবর্তন করতেন না। (বায়হাকী, আলবানী ﵀ সহীহ বলেছেন)

অতঃপর দো‘আয়ে ইস্তেফতাহ বা প্রারম্ভিক দো‘আ (সানা) পড়া সুন্নাত। এই দো‘আ বিভিন্ন ধরনের যেমন:

«سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالٰى جَدُّكَ وَلَا إِلٰهَ غَيْرُكَ»

“সুবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা, ওয়া তাবারাকাসমুকা, ওয়া তা‘আলা জাদ্দুকা, ওয়ালা ইলাহা গাইরুক”। (আবু দাউদ, আলবানী: সহীহ)

অথবা “আল্লাহুম্মা বায়েদ বাইনী...” দো‘আটি শেষ পর্যন্ত। (বুখারী ও মুসলিম)

এক্ষেত্রে অন্যান্য দো‘আও বর্ণিত হয়েছে।

অতঃপর “আউযু বিল্লাহি মিনাশ শায়ত্বানির রজীম” পড়বে। এ দো‘আটি অন্যভাবেও পড়া যায়।

এরপর প্রত্যেক রাকা‘আতে ইমাম, মুক্তাদী ও একাকী সবার জন্য সূরা ফাতিহা পড়া জরুরি। কেননা নাবী ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি (সলাতে) সূরা ফাতিহা পাঠ করে না, তার কোনো সালাত শুদ্ধ হয় না। (বুখারী ৭৫৬, মুসলিম ৩৯৪)

ফাতিহার শেষে উচ্চস্বরে কিরাতবিশিষ্ট সলাতে উচ্চস্বরে এবং নিম্নস্বরে কিরাতবিশিষ্ট সলাতে

নিম্নস্বরে আমীন বলবে। (আবু দাউদ ও নাসায়ী, আলবানী ﷺ সহীহ বলেছেন)।

সূরা ফাতিহার পর কুরআন থেকে যা সহজসাধ্য তা পড়বে। তারপর “আল্লাহু আকবার” বলে উভয় কাঁধ বা কান পর্যন্ত হাত উঠিয়ে রুকু করবে। যেমন শুরুতেই অতিবাহিত হয়েছে (চিত্র ১ ও ২ দ্র.)। রুকুতে মাথা, পিঠ ও নিতম্ব বরাবর করা জরুরি এবং উভয় হাতের আঙুলগুলোকে ফাঁকা অবস্থায় উভয় হাঁটুতে রাখবে। (চিত্র ৫ দ্র.)

রুকুতে “সুবহানা রব্বিয়াল ‘আযীম” বলবে। এটি একবার বলা ওয়াজিব এবং একাধিক পড়া সুন্নাত।

অতঃপর “সামি‘আল্লাহু লিমান হামিদাহ” বলে রুকূ থেকে উঠবে এবং এক্ষেত্রেও উভয় হাত ওঠানো সুন্নাত, যেমন পূর্বে অতিবাহিত হয়েছে। (চিত্র ১ ও ২ দ্র.)

অতঃপর পুরোপুরি সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে “রব্বানা লাকাল হামদ” বা “আল্লাহুম্মা রব্বানা লাকাল হামদ” ইত্যাদি বলবে, এক্ষেত্রে যা বর্ণিত হয়েছে। সিজদা করার সময় উভয় হাঁটুর পূর্বে উভয় হাত জমীনে রাখবে। (চিত্র ৬ দ্র.) (আবু দাউদ, নাসায়ী ইত্যাদি। দেখুন সহীহ জামে, হা. ৫৯৫ শায়খ আলবানী ﵀ সহীহ বলেছেন)।

সাত অঙ্গে সিজদা করা ওয়াজিব: উভয় পা, উভয় হাত, উভয় হাঁটু ও নাকসহ কপাল। সিজদাহ অবস্থায় উল্লিখিত অঙ্গগুলির কোনোটিই জমীন থেকে উপরে বিচ্ছিন্নভাবে রাখা জায়েয নেই। তবে যদি অসুস্থতার কারণে অপারগ হয় তবে যথাসম্ভব সিজদার ন্যায় ঝুঁকবে।

বাহুদ্বয় স্বীয় পার্শ্বদ্বয় হতে দূরে রাখা সুন্নাত। (চিত্র ৭-ক দ্র.)

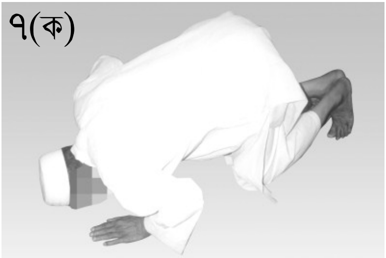

কেননা নাবী ﷺ এমনভাবে সিজদাহ করতেন যে, তাঁর বগলের শুভ্রতা দেখা যেত, (বুখারী ও মুসলিম) তবে যেন পার্শ্বের মুসল্লির কোনো কষ্ট না হয়।

সিজদাহ অবস্থায় উভয় উরু পেট থেকে দূরে রাখাও সুন্নাত (চিত্র ৭-ক দ্র.)।

সিজদা অবস্থায় স্বীয় হাঁটুদ্বয় পৃথক রাখা সুন্নাত, পরস্পর মিলিতভাবে রাখা ঠিক নয়। তবে উভয় পায়ের পাতা পরস্পর মিলিত করা সুন্নাত। কেননা নাবী ﷺ সিজদায় অনুরূপ করতেন।

(ইবনে খুজাইমা, শায়খ আলবানী ﵀ সহীহ বলেছেন)। (চিত্র ৭-খ দ্র.)।

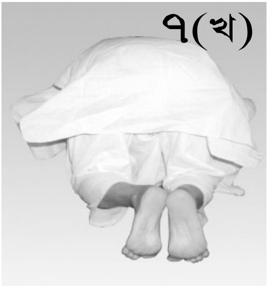

সিজদায় জমীনের উপর উভয় হাত বিছিয়ে দেওয়া নিষেধ। (চিত্র ৮ দ্র.)

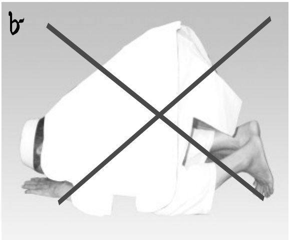

কেননা নাবী ﷺ বলেন: তোমাদের কেউ যেন সিজদায় উভয় হাত কুকুরের বিছানোর মতো না বিছায়। (বুখারী ও মুসলিম)

সিজদায় একবার "সুবহানা রব্বিয়াল আ'লা" বলা ওয়াজিব, এর অধিক বলা সুন্নাত। এছাড়াও অন্যান্য বর্ণিত দো'আ পড়া সুন্নাত।

অতঃপর "আল্লাহু আকবার" বলে মাথা ওঠাবে এবং দুই সিজদার মাঝে বাম পা বিছিয়ে ডান পা দাঁড় করিয়ে বসবে (চিত্র ৯ দ্র.)।

দুই সিজদার মাঝে বসা অবস্থায় বলবে: "রব্বিগফিরলী"। (ইবনে মাজাহ ৮৯৭, আলবানী: সহীহ)

এ দো'আ একবার পড়া ওয়াজিব এবং একাধিকবার বলা সুন্নাত। এছাড়া বর্ণিত অন্য দো'আও পড়া সুন্নাত। এ বৈঠকে উভয় হাত উভয় উরুর উপর রাখবে এবং হাতের আঙুলগুলি হাঁটুর নিকট থাকবে। (চিত্র ১০ দ্র.)

এছাড়াও ডান হাঁটুর উপর ডান হাত বাম হাঁটুর উপর বাম হাত রাখা যায়। যেন উভয় হাঁটু ধরে রাখা হয়েছে। (চিত্র ১১ দ্র.)।

অতঃপর ২য় সিজদাহ করবে। এ সিজদায় অনুরূপ করবে যা ১ম সিজদায় করা হয়েছিল।

তারপর দ্বিতীয় সিজদা হতে উঠে ক্ষণিকের জন্য (জালসায়ে ইস্তিরাহাতে) বসবে, যেভাবে উভয় সিজদার মাঝখানে বসেছিলে। অতঃপর ২য় রাক‘আতের উদ্দেশ্যে জমীনে হাত রেখে বা ভর দিয়ে “আল্লাহু আকবার” বলে উঠে দাঁড়াবে। (দেখুন বুখারী ৮২৩) (১২ চিত্র দ্র.)

অতঃপর যেভাবে প্রথম রাক‘আত আদায় করেছিল অনুরূপভাবে দ্বিতীয় রাক‘আত আদায় করবে। তবে শুরুতে প্রারম্ভিক দো‘আ (সানা) পড়বে না।

দ্বিতীয় রাক‘আত শেষ করার পর যদি তিন বা চার রাক‘আতবিশিষ্ট সালাত হয় তবে আত্তাহিয়্যাতু-এর প্রথম বৈঠকে বাম পা বিছিয়ে এবং ডান পা খাড়া করে বসবে। (চিত্র ৯ দ্র.) আর ডান হাতের আঙুলের অবস্থা চিত্র ১৩ এর অনুরূপ কনিষ্ঠা ও অনামিকা আঙুলদ্বয় বন্ধ করে বৃদ্ধাঙুলিকে মধ্যমা অঙুলির সাথে গোলাকৃতি করবে এবং তর্জনী বা শাহাদাত অঙুলি দ্বারা

কিবলার দিকে ইশারা করবে। অথবা ডান হাতের প্রত্যেক আঙুলি বন্ধ করে তর্জনী আঙুল দ্বারা ইশারা করবে (চিত্র ১৪ দ্র.)।

এমতাবস্থায় বাম হাত বাম উরু বা হাঁটুর উপর বিছানো অবস্থায় রাখবে। (চিত্র ১৩ ও ১৪ দ্র.)।

এমতাবস্থায় পড়বে: আত্তাহিয়্যাতু লিল্লাহি ওয়াস সালাওয়াতু ওয়াত-ত্বয়্যিবাতু, আসসালামু ‘আলাইকা আইয়্যুহান নাবিয়্যু ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ, আসসালামু ‘আলাইনা ওয়া ‘আলা ‘ইবাদিল্লাহিস স-লিহীন আশহাদু আল্লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান ‘আবদুহূ ওয়া রাসূলুহু। (বুখারী ৮৩১ ও মুসলিম ৮০২)।

অতঃপর তৃতীয় রাক‘আতের উদ্দেশ্যে “আল্লাহু আকবার” বলে উভয় হাতে ভর করে দাঁড়াবে এবং এই তাকবীরের সাথে উভয় হাত কাঁধ বা কান বরাবর ওঠাবে। (দেখুন বুখারী ৭৩৯) (চিত্র ১ ও ২ দ্র.)

অতঃপর পূর্বে বর্ণিত নিয়মে বুকের উপর হাত বাঁধবে। অনুরূপ পূর্বে বর্ণিত নিয়মে সূরাহ ফাতিহা পড়বে এবং রুকু ও সিজদা করবে। এরপর যদি মাগরিবের সালাত হয় তবে তিন রাক‘আত উক্তভাবে শেষ করে “আত্তাহিয়্যাতু”-এর শেষ বৈঠকের জন্য বসে যাবে। কিন্তু যদি সালাত চার রাক‘আতবিশিষ্ট হয় তবে “আল্লাহু আকবার” বলে সোজা হয়ে বাম পা বিছিয়ে ডান পা খাড়া করে (জলসায়ে ইস্তিরাহাতের জন্য) বসবে। (বুখারী ৮২৩) অতঃপর উভয় হাত দ্বারা জমীনে ভর করে সোজাভাবে দাঁড়াবে।

অতঃপর চতুর্থ রাক'আত শেষ করে শেষ বৈঠকের 'আত্তাহিয়্যাতু'-এর জন্য "তাওয়াররুক" করে বসবে। (তাওয়াররুক চিত্র ১৫ দ্র.)

১৫

এমতাবস্থায় উভয় হাত পূর্বে বর্ণিত প্রথম বৈঠকের ন্যায় ধারণ করবে এবং যেমনভাবে "আত্তাহিয়্যাতু" পড়েছিল অনুরূপ পড়বে। অতঃপর দরূদ পড়বে: আল্লাহুম্মা সল্লি 'আলা মুহাম্মাদ, ওয়া 'আলা আলি মুহাম্মাদ কামা সল্লাইতা 'আলা ইব্রাহীম ওয়া 'আলা আলি ইব্রাহীম ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ, আল্লাহুম্মা বারিক 'আলা মুহাম্মাদ ওয়া 'আলা আলি

মুহাম্মাদ কামা বারাকতা 'আলা ইব্রাহীম ওয়া 'আলা আলি ইব্রাহীমা ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ। (বুখারী ৩৩৭০ ও মুসলিম ৪০৬)

অতঃপর নিম্নোক্ত দো'আ পড়বে: আল্লাহুম্মা ইন্নী আ'ঊযুবিকা মিন 'আযাবি জাহান্নাম, ওয়া মিন 'আযাবিল ক্বরি, ওয়া মিন ফিতনাতিল মাহ্ইয়া ওয়াল মামাত, ওয়া মিন শাররি ফিতনাতিল মাসীহিদ্ দাজ্জাল। (মুসলিম ৫৮৮)

অতঃপর বর্ণিত পছন্দ মতো দো'আ পড়বে: যেমন আল্লাহুম্মা ইন্নী জালামতু নাফসী জুলমান কাসীরা ওয়ালা ইয়াগফিরুয যুনূবা ইল্লা আনতা, ফাগফিরলী মাগফিরাতাম্ মিন 'ইনদিকা ওয়ার-হামনী ইন্নাকা আনতাল গাফুরুর রহীম। (বুখারী ৮৩৪, মুসলিম ২৭০৫)

আল্লাহুম্মা আ'ইন্নী 'আলা যিকরিকা ওয়া শুকরিকা ওয়া হুসনি 'ইবাদাতিকা (সহীহ আবু দাউদ ১৩৪৭)

অতঃপর ডান ও বাম দিকে “আসসালামু ‘আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ” বলে সালাম ফিরাবে। (দেখুন: মুসলিম ৫৮২ ও অন্যান্য গ্রন্থ)।

পুরুষ যে পদ্ধতিতে সালাত আদায় করে মহিলারাও অনুরূপ পদ্ধতিতে সালাত আদায় করবে। কেননা সবার প্রতি নাবী ﷺ-এর ব্যাপক নির্দেশ হলো, “তোমরা ঐভাবেই সালাত আদায় করো যেভাবে আমাকে সালাত আদায় করতে দেখেছ। (বুখারী: ৮২৩)

অতঃপর সালাম ফেরানোর পর নাবী ﷺ কর্তৃক বর্ণিত দো‘আ পড়া শুরু করবে, যেমন “আসতাগফিরুল্লাহ তিনবার। (মুসলিম ৫৯১) “আল্লাহুম্মা আন্তাস সালাম ওয়া মিনকাস সালাম, তাবারাকতা ইয়া যাল জালালি ওয়াল ইকরাম”। (মুসলিম ৫৯২)

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শরীকা লাহূ, লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ওয়াহুয়া ‘আলা

কুল্লি শাইয়িন ক্বদীর। আল্লাহুম্মা লা মানি‘আ লিমা আ‘ত্বইতা ওয়ালা মু‘ত্বিয়া লিমা মানা‘তা, ওয়ালা- ইয়ানফা‘উ যাল জাদ্দি মিনকাল জাদ্দু। (বুখারী ৮৪৪)

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহূ লা শারীকা লাহু, লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ওয়া হুয়া ‘আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বদীর। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়ালা না‘বুদু ইল্লা ইয়্যাহু, লাহুন নিয়‘মাতু ওয়া লাহুল ফাযলু ওয়া লাহুস সানাউল হাসানু, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুখলিসীনা লাহুদ দ্বীনা ওয়ালাও কারিহাল কাফিরূন। (মুসলিম ৫৯৪)

অতঃপর “সুবহানাল্লাহ” “আল হামদুলিল্লাহ” ও “আল্লাহু আকবার” ৩৩ বার করে বলবে এবং এরপর একবার বলবে “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহূ লা শারীকা লাহু লাহুল-মুল্কু

ওয়ালাহুল-হামদু ওয়াহুয়া 'আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বদীর।" (মুসলিম ৫৯৬)

আয়াতুল কুরসী পড়বে (নাসায়ী, সিল-সিলা সহীহা ৯৭২)। সূরা ইখলাস (ক্বুল হুওয়াল্লাহু আহাদ...), সূরা ফালাক (ক্বুল আ'ঊযু বি রব্বিল ফালাক...) ও সূরা নাস (ক্বুল আ'ঊযু বিরব্বিন নাস...) পড়বে। (সহীহ আবু দাউদ ১৩৪৮)

'প্রত্যেক মুসলমানের উচিত নাবী ﷺ-এর পদ্ধতিতে সালাত আদায় করা ও ফরজ সালাত (পুরুষদের জন্য) মসজিদে জা'আমাতের সাথে আদায় করা। আল্লাহ আমাদের সবাইকে তওফীক দান করুন, আমীন।

জামা'আতের সালাত

জ্ঞানবান ও বালেগ প্রতিটি পুরুষের উপরে জামা'আতে সালাত আদায় করা ওয়াজিব।যা কুরআন কারীম ও বহু হাদীস দ্বারা সাব্যস্ত।

জামা'আতে সালাতের ফযীলত

নবী ﷺ বলেন:

صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاةَ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً

"জামা'আতে সালাত আদায় একা সালাতের চেয়ে সাতাশ গুণ বেশী ফযীলত রাখে।" (সহীহ বুখারী ৬৪৫ ও মুসলিম ৬৫০)।

مَن صَلَّى العِشَاءَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّما قَامَ نِصْفَ اللَّيْلِ، وَمَن صَلَّى الصُّبْحَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّما صَلَّى اللَّيْلَ كُلَّهُ

"যে জামা'আতে এশার সালাত আদায় করল, সে যেন রাতের অর্ধেক পর্যন্ত সালাত আদায় করল। আর যে ফজরের সালাত জামা'আতের সাথে আদায় করল, সে যেন সারা রাত জেগে সালাত আদায় করল।" (মুসলিম ৬৫৬)

إِذَا تَوَضَّأَ، فَأَحْسَنَ الوُضُوءَ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى المَسْجِدِ لاَ يُخْرِجُهُ إِلَّا الصَّلاَةُ، لَمْ يَخْطُ خَطْوَةً، إِلَّا رُفِعَتْ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ، وَحُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ

যদি সে ভালোভাবে অযু করে মসজিদের উদ্দেশ্যে বের হয়, এবং তাকে শুধুমাত্র সালাতই (ঘর থেকে) বের করে আনে, তখন তার প্রতিটি পদক্ষেপেই একটি করে মর্যাদা বৃদ্ধি পায় আর তার থেকে একটি করে পাপ দূরীভূত হয়।” (সহীহ বুখারী ৬৪৭ ও সহীহ মুসলিম ৬৪৯)

أذكار الصلاة وأدعيتها

সলাতের দো‘আ ও যিক্‌র

প্রথম: তাকবীরে তাহরীমার পর ইস্তিফতাহ (সানা) বা প্রারম্ভিক দো‘আ

«اَللّٰهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اللَّهُمَّ نَقِّنِيْ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنْ الدَّنَسِ، اَللَّهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ»

(رواه البخاري ومسلم)

১. উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা বা‘ইদ বাইনী ও বাইনা খাত্বায়াইয়া কামা বা‘আদতা বাইনাল মাশরিক্বি ওয়াল মাগরিবি, আল্লাহুম্মা নাক্কিনী মিনাল খাত্বায়াইয়া কামা ইউনাক্কাস সাওবুল আবয়াদু মিনাদ্দানাসি, আল্লাহুম্মাগসিল খাত্বায়াইয়া বিল মা-য়ি ওয়াস-সালজি ওয়াল-বারাদি।

অর্থ: হে আল্লাহ! আমার ও আমার গুনাহ্ খাতার মাঝে এমন দূরত্ব সৃষ্টি করো যেরূপ পশ্চিম ও পূর্বের মাঝে দূরত্ব সৃষ্টি করেছ। হে আল্লাহ! আমাকে আমার গুনাহ থেকে এমনভাবে পরিষ্কার করো যেমন সাদা কাপড় ময়লা থেকে পরিষ্কার করা হয়। হে আল্লাহ! আমার পাপসমূহকে পানি, বরফ ও শিশিরের মাধ্যমে ধৌত করে দাও। (বুখারী ৭৪৪, মুসলিম ১৩৮২, শামেলা)

«سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالٰى جَدُّكَ وَلَا إِلٰهَ غَيْرُكَ» (رواه مسلم)

২. উচ্চারণ: সুবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা ওয়া তাবা-রাকাসমুকা ওয়া তা‘আলা জাদ্দুকা ওয়া লা-ইলাহা গাইরুকা। (মুসলিম ৯১৮, আবু দাউদ ৭৭৫, নাসাঈ ৮৯৯)

অর্থ: হে আল্লাহ! সকল দোষ হতে তোমার পবিত্রতা ঘোষণা করছি এবং তোমারই সকল প্রশংসা, তোমার নাম মহিমান্বিত, তোমার মর্যাদা-বড়ত্ব অতি উচ্চে এবং তুমি ব্যতীত সত্যিকার কোনো মা‘বূদ বা উপাস্য নেই।

দ্বিতীয়: রুকুর দো‘আ ও যিক্‌র

«سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ» (رواه مسلم)

উচ্চারণ: ‘‘সুবহানা রব্বিয়াল ‘আযীম’’

অর্থ: আমার মহান রব্বের পবিত্রতা বর্ণনা করছি। (মুসলিম)

তিনবার বা তার চেয়ে বেশি বলবে।

«سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ وَبِحَمْدِهِ»

(رواه أحمد وأبو داود والدار قطني والطبراني والبيهقي)

উচ্চারণ: "সুবহানা রব্বিয়াল আ'যীম ওয়া বিহামদিহি"

অর্থ: আমার মহান রব্বের পবিত্রতা ও প্রশংসা বর্ণনা করছি। (আহমাদ, আবু দাউদ, দারাকুতুনী, ত্ববারানী এবং বায়হাকী)

কেউ যদি বেশি বলতে চায় তো বলবে:

«سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ» (متفق عليه)

উচ্চারণ: "সুবহানাকা আল্লাহুম্মা রব্বানা ওয়াবিহামদিকা আল্লাহুম্মাগফিরলী।"

অর্থ: হে আল্লাহ! আমাদের রব্ব, তোমার সকল প্রশংসা বর্ণনা করছি এবং সকল দোষ হতে

পবিত্রতা ঘোষণা করছি, হে আল্লাহ! আমাকে তুমি ক্ষমা করো। (বুখারী, মুসলিম)

এবং বলবে:

«سُبُّوْحٌ قُدُّوْسٌ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوْحِ» (رواه مسلم)

উচ্চারণ: ‘‘সুব্বূহুন কুদ্দূ-সুন রব্বুল মালাইকাতি ওয়াররূহ।’’

অর্থ: ফেরেশতামণ্ডলী ও জিবরাঈলের রব্ব সকল দোষত্রুটি থেকে পবিত্র। (মুসলিম)

তৃতীয়: রুকূ হতে ওঠার দো‘আ

(সোজা হয়ে দাঁড়ানো অবস্থায়)

«رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ»

উচ্চারণ: রব্বানা ওয়ালাকাল হামদ।

«رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ»

অথবা: রব্বানা লাকাল হামদু।

«اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ»

অথবা: আল্লাহুম্মা রব্বানা লাকাল-হামদু।
উল্লেখিত সবগুলিই বুখারী-মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে।

তবে একেকবার একেকটি পড়বে, যদিও উত্তম হলো নিম্নরূপে বলা:

«رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيْهِ مِلْءَ السَّمَاوَاتِ وِمِلْءَ الْأَرْضِ وَمِلْءَ بَيْنَهُمَا وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ أَهْلَ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ أَحَقُّ مَا قَالَ الْعَبْدُ وَكُلُّنَا لَكَ عَبْدٌ، اَللّٰهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ» (رواه مسلم)

উচ্চারণ: রব্বানা ওয়া লাকাল হামদু হামদান কাসীরান ত্বয়্যিবান মুবারাকান ফীহি, মিলয়াস সামাওয়াতি ওয়া মিলআল আরদি ওয়া মিলআ

মা বায়নাহুমা ওয়া মিলআ মা-শি’তা মিন শাইয়িন বা‘দু, আহলাস সানায়ি ওয়াল মাজদি-আহাক্কু মা ক্বলাল আবদু ওয়া কুল্লুনা লাকা আবদুন, আল্লাহুম্মা লা মা-নি‘য়া লিমা আ‘ত্বইতা ওয়া লা মু‘ত্বিয়া লিমা মানা‘তা ওয়া লা ইয়ানফা‘উ যাল জাদ্দি মিনকাল জাদ্দু। (মুসলিম)

অর্থ: হে আল্লাহ্! তোমারই জন্য সর্ববিধ উত্তম ও বরকতপূর্ণ প্রশংসা যা আকাশসমূহ, পৃথিবী ও উভয়ের মধ্যে যতকিছু রয়েছে সবকিছু পরিপূর্ণ, এগুলি ছাড়াও তুমি যত চাও সমস্ত পরিপূর্ণ প্রশংসা, তুমি সকল স্তুতি ও মর্যাদার অধিকারী। তোমার বান্দা যে প্রশংসা করে তার চেয়ে তুমি অধিক প্রাপ্য, আমরা প্রত্যেকেই তোমার বান্দা, তুমি যা দান করো তা বন্ধ করার কেউ নেই। আর তুমি যা বন্ধ রাখ তা দানকারী কেউ নেই। কোনো সম্মানিত ব্যক্তি সম্মান কাজে আসবে না; তোমার নিকট থেকেই প্রকৃত সম্মান। (মুসলিম)

চতুর্থ: সিজদার দো'আ ও যিক্‌র

«سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى»

উচ্চারণ: সুবহানা রব্বিয়াল আ'লা। (মুসলিম)

«سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى وَبِحَمْدِهِ»

উচ্চারণ: সুবহানা রব্বিয়াল আ'লা ওয়া বিহামদিহি। (আবু দাউদ, দারাকুতুনী, আহমাদ, ত্ববারানী ও বাইহাক্বী)

অর্থ: আমার মহান রব্বের প্রশংসাপূর্ণ পবিত্রতা বর্ণনা করছি।

অথবা চাইলে নিম্নোক্ত দো'আ পড়বে:

«سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْلِيْ» (رواه البخاري ومسلم)

উচ্চারণ: "সুবহানাকা আল্লাহুম্মা রব্বানা ওয়াবিহামদিকা আল্লাহুম্মাগফিরলী।"

অর্থ: হে আল্লাহ! তোমার সকল প্রশংসা বর্ণনা করছি এবং সকল দোষ হতে পবিত্রতা ঘোষণা করছি, আমাকে তুমি ক্ষমা করে দাও। (বুখারী-মুসলিম)

«سُبُّوْحٌ قُدُّوْسٌ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوْحِ» (رواه مسلم)

উচ্চারণ: "সুব্বূহুন কুদ্দূসুন রব্বুল মালাইকাতি ওয়ার রূহ।"
অর্থ: ফেরেশতামণ্ডলী ও জিবরাঈলের রব্ব সকল দোষক্রুটি থেকে পবিত্র। (মুসলিম)

পঞ্চম: দুই সিজদার মাঝে বসার দো'আ

«رَبِّ اغْفِرْلِيْ، رَبِّ اغْفِرْلِيْ»

উচ্চারণ: রব্বিগফিরলী, রব্বিগফিরলী।

অর্থ: হে আল্লাহ্! তুমি আমাকে ক্ষমা করো, হে আল্লাহ্ তুমি আমাকে ক্ষমা করো। (আবু দাউদ-ইবনে মাজাহ্)

«اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ، وَارْحَمْنِيْ، وَعَافِنِيْ وَاهْدِنِيْ، وَارْزُقْنِيْ»

(رواه أبو داود والترمذي)

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মাগফিরলী ওয়ারহামনী ওয়া ‘আফিনী ওয়াহদিনী ওয়ারযুক্বনী।

অর্থ: হে আল্লাহ! তুমি আমাকে ক্ষমা করো, আমার প্রতি রহম করো, আমাকে সুস্থতা দান করো, সঠিক পথে পরিচালিত করো এবং রিযিক দান করো। (আবু দাউদ, তিরমিযী)

ষষ্ঠ: তাশাহহুদ (আত্তাহিয়্যাতু)

«اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهٗ، اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ»

«اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ، اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ» (رواه البخاري ومسلم)

উচ্চারণ: আত্তাহিয়্যাতু লিল্লাহি ওয়াস সালাওয়াতু ওয়াত্ব ত্বাইয়্যিবাতু আস্‌সালামু 'আলাইকা আইয়্যুহান্নাবিইয়্যু ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু, আসসালামু 'আলাইনা ওয়া 'আলা 'ইবাদিল্লাহিস্ সালিহীন। আশহাদু আল্-লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান 'আবদুহু ওয়া রাসূলুহু।

আল্লাহুম্মা সাল্লি 'আলা মুহাম্মাদিউ ওয়া 'আলা আলি মুহাম্মাদ কামা সাল্লাইতা 'আলা ইবরাহীমা ওয়া 'আলা আলি ইবরাহীমা ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ।

আল্লাহুম্মা বারিক 'আলা মুহাম্মাদিউ ওয়া 'আলা আলি মুহাম্মাদিন, কামা বা-রাকতা 'আলা ইবরাহীমা ওয়া 'আলা আলি ইবরাহীমা ইন্নাকা হামীদুম্ মাজীদ। (বুখারী-মুসলিম, এছাড়া অন্য বর্ণনায় কাছাকাছি এভাবেই বর্ণিত হয়েছে।)

অর্থ: সকল সম্মান-সম্ভাষণ, সকল সালাত ও সকল পবিত্রতা আল্লাহ্ তা'আলারই জন্য। হে নাবী! আপনার প্রতি শান্তি, রহমত ও বরকত অবতীর্ণ হোক, আমাদের ও নেক বান্দাদের উপর শান্তি অবতীর্ণ হোক, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, "মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসূল।"

হে আল্লাহ! তুমি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর বংশধরের প্রতি রহমত অবতীর্ণ করো, যেমনভাবে রহমত অবতীর্ণ করেছিলে ইবরাহীম আলাইহিস্ সালাম ও তাঁর

বংশধরের প্রতি। নিশ্চয় তুমি প্রশংসনীয় ও মর্যাদাবান।

সপ্তম: আত্তাহিয়্যাতু-দরূদের পর সালামের পূর্ব মুহূর্তের দো'আ

«اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ»

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা ইন্নী আ'উযুবিকা মিন 'আযাবি জাহান্নাম ওয়া মিন 'আযাবিল ক্বাবরি ওয়ামিন ফিতনাতিল মাহইয়া-ওয়াল মামাত ওয়া মিন শাররি ফিতনাতিল মাসীহিদ্ দাজ্জাল। (বুখারী-মুসলিম)

অর্থ: হে আল্লাহ! আমি জাহান্নাম ও কবরের আযাব হতে তোমার নিকট আশ্রয় কামনা করছি এবং আশ্রয় কামনা করছি জীবিত অবস্থার ও

মৃত্যুর ফিতনা হতে এবং মসীহ দাজ্জালের অনিষ্টকর ফিতনা থেকে।

«اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ ظُلْمًا كَثِيْرًا وَّلَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلَّا أَنْتَ فَاغْفِرْ لِيْ مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِيْ إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ»

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা ইন্নী যালামতু নাফসী যুলমান কাসীরাও ওয়ালা ইয়াগফিরুয যুনূবা ইল্লা আন্তা, ফাগফিরলী মাগফিরাতাম মিন 'ইনদিকা, ওয়ার হামনী ইন্নাকা আন্তাল গাফূরুর রহীম।

অর্থ: হে আল্লাহ! আমি নিজের উপর অনেক জুলুম করেছি, আর তুমি ব্যতীত গুনাহ খাতা কেউ ক্ষমাকারী নেই। অতএব তুমি নিজ গুণে আমাকে ক্ষমা করে দাও এবং আমার প্রতি রহম করো। কেননা তুমি অতিশয় ক্ষমাশীল ও দয়ালু।

«اَللّٰهُمَّ أَعِنِّيْ عَلٰى ذِكْرِكَ، وَشُكْرِكَ، وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ»
(رواه أبو داؤد والنسائي)

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা আ'ইন্নী 'আলা যিকরিকা ওয়া শুকরিকা ওয়া হুসনি 'ইবাদাতিকা। (আবু দাঊদ-নাসায়ী)

অর্থ: হে আল্লাহ! আমাকে তোমার যিক্‌র ও শুকরিয়া জ্ঞাপন এবং উত্তমরূপে ইবাদত করার তাওফীক দাও।

অষ্টম: সালামের পর বর্ণিত যিক্‌র

«اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ»
«اَللّٰهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ» (رواه مسلم)

উচ্চারণ: আস্তাগফিরুল্লাহ (তিনবার)।

আল্লাহুম্মা আন্তাস সালামু ওয়া মিনকাস সালামু, তাবারাকতা ইয়া যাল জালালি ওয়াল ইকরাম। (মুসলিম)

অর্থ: আমি আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি। (তিনবার)

হে আল্লাহ! তুমি শান্তিময়, আর তুমিই শান্তির উৎস। হে মহামহিম ও সম্মানের অধিকারী মহিমান্বিত তুমি।

«لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٍ»

উচ্চারণ: লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লা শারীকালাহু, লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হামদু ওয়াহুয়া ‘আলা কুল্লি শাইয়্যিন ক্বদীর। (তিনবার) (বুখারী, মুসলিম)

অর্থ: আল্লাহ ব্যতীত কোনো সত্যিকার ইলাহ বা উপাস্য নেই। তিনি এক, তাঁর কোনো অংশীদার

নেই, তাঁর জন্যই সকল প্রশংসা ও রাজত্ব আর তিনি সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান।

«لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، اَللّٰهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْـجَدِّ مِنْكَ الْـجَدُّ»

(رواه البخاري ومسلم)

উচ্চারণ: লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা-শারীকা লাহু লাহুল মুলকু ওলাহুল হামদু ওয়াহুয়া ‘আলা কুল্লি শাইয়্যিন ক্বদীর। আল্লাহুম্মা লা মানি‘য়া লিমা আ‘ত্বইতা ওয়ালা মু‘ত্বিয়া লিমা মানা‘তা ওয়ালা ইয়ানফা‘উ যাল জাদ্দি মিনকাল জাদ্দু। (বুখারী, মুসলিম)

অর্থ: আল্লাহ ব্যতীত কোনো সত্যিকার ইলাহ বা উপাস্য নেই। তিনি এক, তাঁর কোনো অংশীদার নেই, তাঁর জন্যই সকল প্রশংসা ও রাজত্ব আর তিনি সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান।

হে আল্লাহ্! তুমি যা দান করো তা বন্ধ করার কেউ নেই আর তুমি যা বন্ধ রাখ তা দানকারী কেউ নেই। কোনো সম্মানিত ব্যক্তির সম্মান কোনো কাজে আসবে না, তোমার নিকটেই প্রকৃত সম্মান।

«لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٍ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ، لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ، وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ، لَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ، لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُوْنَ» (رواه مسلم)

উচ্চারণ: লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লা শারীকালাহু, লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হামদু ওয়াহুয়া ‘আলা কুল্লি শাইয়্যিন ক্বদীর। লা হাওলা ওয়ালা ক্বুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহি, লা ইলাহা

ইল্লাল্লাহু, ওয়ালা না'বুদু ইল্লা ইয়্যাহু, লাহুন নি'মাতু ওয়ালাহুল ফাদলু ওয়ালাহুস সানাউল হাসানু, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুখলিসীনা লাহুদদ্বীনা ওয়ালাও কারিহাল কাফিরূন। (মুসলিম)

অর্থ: আল্লাহ ব্যতীত কোনো সত্যিকার ইলাহ বা উপাস্য নেই। তিনি এক তাঁর কোনো অংশীদার নেই, তাঁর জন্যই সকল প্রশংসা ও রাজত্ব আর তিনি সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান।

আল্লাহ তা'আলার সাহায্য ব্যতীত স্বীয় অবস্থা থেকে পরিবর্তনের ক্ষমতা কারো নেই। আল্লাহ্ ব্যতীত সত্যিকার মা'বূদ নেই, আমরা একমাত্র তাঁরই ইবাদত করি, তাঁর পক্ষ থেকে যাবতীয় নেয়ামত ও অনুগ্রহ; তাই তাঁর জন্যই সকল উত্তম প্রশংসা। আল্লাহ ব্যতীত কোনো সত্রিকার মা'বূদ নেই, তাঁর দ্বীন আমরা একনিষ্ঠভাবে মান্য করি যদিও কাফেরগণ তা অপছন্দ করে।

«سُبْحَانَ اللّٰهِ» "সুবহানাল্লাহ" ৩৩ বার

অর্থ: আমি আল্লাহর জন্য যাবতীয় দোষ হতে পবিত্রতা ঘোষণা করছি।

«اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ» "আহামদু লিল্লাহ" ৩৩ বার

অর্থ: সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য।

«اَللّٰهُ أَكْبَرُ» "আল্লাহু আকবার" ৩৩ বার

অর্থ: আল্লাহ্ সবার বড়।

অতঃপর বলবে:

«لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٍ» (رواه البخاري و مسلم)

উচ্চারণ: লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লা শারীকা লাহু, লাহুল মুলক ওয়ালাহুল হামদু ওয়াহুয়া 'আলা কুল্লি শাইয়্যিন ক্বদীর। (তিনবার) (বুখারী, মুসলিম)

অর্থ: আল্লাহ ব্যতীত কোনো সত্যিকার ইলাহ বা উপাস্য নেই। তিনি এক, তাঁর কোনো অংশীদার নেই, তাঁর জন্যই সকল প্রশংসা ও রাজত্ব আর তিনি সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান।

অথবা সুবহানাল্লাহ ৩৩ বার, আলহামদুলিল্লাহ ৩৩ বার ও আল্লাহু আকবার ৩৪ বার। (তিরমিযী, নাসায়ী ও ইবনে মাজাহ)

আয়াতুল কুরসী

﴿ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلۡحَيُّ ٱلۡقَيُّومُۚ لَا تَأۡخُذُهُۥ سِنَةٞ وَلَا نَوۡمٞۚ لَّهُۥ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلۡأَرۡضِۗ مَن ذَا ٱلَّذِي يَشۡفَعُ عِندَهُۥٓ إِلَّا بِإِذۡنِهِۦۚ يَعۡلَمُ مَا بَيۡنَ أَيۡدِيهِمۡ وَمَا خَلۡفَهُمۡۖ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيۡءٖ مِّنۡ عِلۡمِهِۦٓ إِلَّا بِمَا شَآءَۚ

﴿وَسِعَ كُرۡسِيُّهُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضَۖ وَلَا يَـُٔودُهُۥ حِفۡظُهُمَاۚ وَهُوَ ٱلۡعَلِيُّ ٱلۡعَظِيمُ ٢٥٥﴾ [البقرة: ٢٥٥]

অর্থ: "আল্লাহ্, তিনি ছাড়া কোনো সত্য ইলাহ্ নেই। তিনি চিরঞ্জীব, সর্বসত্তার রক্ষণাবেক্ষণকারী। তাঁকে তন্দ্রাও স্পর্শ করতে পারে না, নিদ্রাও নয়। আসমানসমূহে যা রয়েছে এবং যমীনে যা রয়েছে সবই তাঁর। কে সে, যে তাঁর অনুমতি ব্যতীত তাঁর কাছে সুপারিশ করবে? তাদের সামনে ও পিছনে যা কিছু আছে তা তিনি জানেন। আর যা তিনি ইচ্ছে করেন তা ছাড়া তাঁর জ্ঞানের কোনো কিছুকেই তারা পরিবেষ্টন করতে পারে না। তাঁর 'কুরসী' আসমানসমূহ ও যমীনকে পরিব্যাপ্ত করে আছে; আর এ দুটোর রক্ষণাবেক্ষণ তাঁর জন্য বোঝা হয় না। আর তিনি সুউচ্চ সুমহান।"

ফরয সলাতের পর উক্ত আয়াতুর কুরসী পড়বে। কেননা হাদীসে বর্ণিত হয়েছে: "যে ব্যক্তি প্রত্যেক ফরয সলাতের শেষে আয়াতুল কুরসী পড়বে তার জন্য মৃত্যু ব্যতীত জান্নাতে যাওয়ার আর কোনো বাধা নেই।" (নাসায়ী)

"ক্বুল হুয়াল্লাহু আহাদ" (সূরা ইখলাস), "ক্বুল আ'ঊযু বিরাব্বিল ফালাক" (সূরা ফালাক) ও "ক্বুল আ'ঊযু বিরাব্বিন্-নাস" (সূরা নাস) প্রত্যেক সলাতের শেষে পড়বে। (আবু দাঊদ, নাসায়ী ও তিরমিযী)

সূরা ইখলাস:

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ۚ ① اَللّٰهُ الصَّمَدُ ۚ ② لَمْ يَلِدْ ۙ وَلَمْ يُوْلَدْ ۙ ③ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ۚ ④

সূরা ফালাক:

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ۙ﴿١﴾ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ۙ﴿٢﴾ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ ۙ﴿٣﴾ وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِى الْعُقَدِ ۙ﴿٤﴾ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ ﴿٥﴾

সূরা নাস:

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۙ﴿١﴾ مَلِكِ النَّاسِ ۙ﴿٢﴾ اِلٰهِ النَّاسِ ۙ﴿٣﴾ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ ۙ۬ الْخَنَّاسِ ۙ﴿٤﴾ الَّذِىْ يُوَسْوِسُ فِىْ صُدُوْرِ النَّاسِ ۙ﴿٥﴾ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ﴿٦﴾

«اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَّافِعًا وَّرِزْقًا طَيِّبًا وَّعَمَلًا مُّتَقَبَّلًا» (رواه إبن ماجه)

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা ইন্নী আসয়ালুকা ‘ইলমান নাফি‘আঁও ওয়া রিযকান ত্বইয়্যিবাঁও ওয়া ‘আমালাম্ মুতাকাব্বালা। (ইবনে মাজাহ ৯২৫)

অর্থ: হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকটে উপকারী বিদ্যা, পবিত্র রিযিক ও গ্রহণযোগ্য আমল কামনা করি।

«رَبِّ قِنِيْ عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ» (رواه مسلم)

উচ্চারণ: রব্বি ক্বিনী 'আযাবাকা ইয়াওমা তাব'য়াসু 'ইবাদাক। (মুসলিম ৭০৯)

অর্থ: হে আল্লাহ! আমাকে তুমি তোমার আযাব হতে বাঁচাও যেদিন তোমার বান্দারা উত্থিত হবে।

ফজর ও মাগরিবের সালাতের পর বলবে:

«لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٍ»

উচ্চারণ: লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লা শারীকা লাহু, লাহুল মুলক ওয়ালাহুল হামদু ওয়াহুয়া 'আলা কুল্লি শাইয়্যিন ক্বদীর। (১০ বার)

অর্থ: আল্লাহ ব্যতীত কোনো সত্যিকার ইলাহ বা উপাস্য নেই। তিনি এক, তাঁর কোনো অংশীদার নেই; তাঁর জন্যই সকল প্রশংসা ও রাজত্ব আর তিনি সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান। (তিরমিযী, আহমাদ ও নাসাঈ)

পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের ফরজ ও সুন্নাতে মুয়াক্কাদার রাকা'আত সংখ্যা

নাম্বার	ওয়াক্ত	ফরজ	সুন্নাত	পূর্বে	পরে
১	ফজর	২	২	২	×
২	যোহর	৪	৬	৪	২
৩	আসর	৪	×	×	×
৪	মাগরিব	৩	২	×	২
৫	এশা	৪	২	×	২

“যে মুসলমান ব্যক্তি প্রতিদিন আল্লাহর জন্য ফরজ ছাড়াও ১২ রাকা‘আত সুন্নাত সালাত পড়বে আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে একটি গৃহ নির্মাণ করবেন।” (মুসলিম ৭২৮)

জুমু‘আহর সালাতের ফজিলত

রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

«مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ، فَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ، وَزِيَادَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ»

“যে ব্যক্তি সুন্দরভাবে অযু করল, অতপর জুমু‘আহ পড়তে এল এবং মনোযোগ সহকারে নীরব থেকে খুতবাহ শুনল, সে ব্যক্তির এই জুমআহ ও (আগামী) জুমআর মধ্যেকার এবং অতিরিক্ত আরো তিন দিনের (ছোট) পাপসমূহ মাফ করে দেওয়া হবে।” (সহীহ মুসলিম ৮৫৭)

জুমু‘আহর সালাতের আদব

গোসল করা, সুগন্ধি মাখা, সবচেয়ে সুন্দর পোষাক পরা এবং আগে আগেই মসজিদে যাওয়া।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপরে বেশি বেশি দরুদ পাঠ করা।

বেশি বেশি দু‘আ করা; কেননা জুমু‘আহর দিনে একটি সময় রয়েছে, যখন আল্লাহ তা‘আলা দু‘আ কবূল করেন।

খুত্ববার সময় চুপ থাকা। এর মধ্যে অনর্থক কাজ বর্জন করা।

সালাতে প্রচলিত ভুল

১. সলাতের শুরুতে নিয়ত মুখে উচ্চারণ করা, অথচ নাবী ﷺ নিয়তের একটি অক্ষরও উচ্চারণ করেননি বরং মনে মনে নিয়ত করেছেন।

২. জায়সালাতে দাঁড়িয়ে ইন্নী ওয়াজ্জাহতু পড়া অথচ নাবী ﷺ এটিকে তাকবীরে তাহরীমার পূর্বে পড়েননি বরং কখনো সানা হিসাবে পড়েছেন। (সহীহ মুসলিম)

৩. ইমামের পিছনে সুরা ফাতিহা না পড়া অথচ নাবী ﷺ আমভাবে বলেছেন যে, সূরা ফাতিহা ব্যতীত সালাত শুদ্ধ হবে না। (বুখারী-মুসলীম)

৪. রুকু ও সিজদাহ হতে উঠে পিঠ ও মেরুদণ্ড স্থির ও সোজা না করা, অথচ সোজা না করলে সালাত শুদ্ধ হবে না। (বুখারী-মুসলিম ও আবু দাউদ, সহীহ সূত্র)

৫. রুকু ও সিজদায় স্থিরতা অবলম্বন না করা, অথচ উভয় ক্ষেত্রে সোজা ও স্থিরতা অবলম্বন না করলে সালাত হবে না। (বুখারী, মুসলিম, ইবনে মাজাহ ও আবু দাউদ, সহীহ সূত্র)

৬. উভয় সিজদার মাঝে বসে নির্ধারিত দো'আ (রব্বীগফিরলী, ইত্যাদি) না পড়া, অথচ নাবী

ﷺ পড়েছেন। (আবু দাউদ, তিরমিজী, ইবনে মাজাহ ইত্যাদি, সহীহ সূত্র)

৭. দাঁড়ানো ও রুকু অবস্থা ব্যতীত ইমাম যদি সিজদা বা বসা অবস্থায় থাকে, এমতাবস্থায় আগমমনকারী ব্যক্তির জামা'আতে শরীক না হয়ে ইমামের দাঁড়ানোর অপেক্ষায় থাকা।

৮. তাকবীরে তাহরীমা (প্রথম তাকবীর), রুকূতে যাওয়াও রুকু থেকে ওঠা এবং তৃতীয় রাকা'আতের জন্য দাঁড়ানোর সময় উভয় হাত কাঁধ বা কানের লতি পর্যন্ত না উঠানো অথচ নাবী ﷺ আজীবন উঠিয়েছেন। (বুখারী-মুসলিম ও অন্যান্য)

৯. জামা'আত ধরার জন্য দৌড়ে যাওয়া; বিশেষ করে রুকুর মুহূর্তে। (বুখারী, মুসলিম)

১০. সলাতে ইমামের সাথে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হওয়া।

১১. কাতার যথাযথভাবে সোজা না করা।

১২. কাঁচা পেয়াজ ও রসূন খেয়ে; অনুরূপ বিড়ি-সিগারেট পান করে মসজিদে আসা, অথচ মুসলমানকে কষ্ট দিলে নাবী ﷺ তার উপর অভিশাপ ওয়াজিব বলেছেন।

১৩. সালাত অতি দ্রুত আদায় করা, যাতে কোনো প্রশান্তি ও স্থিরতা থাকে না।

১৪. দুর্বল হাদীসের ভিত্তিতে নাভির উপর বা নিচে হাত বাঁধা অথচ নাবী ﷺ বুকের উপর হাত বেঁধেছেন। (আবু দাউদ ও সহীহ ইবনে খুযাইমাহ্)।

১৫. চক্ষুদ্বয় আকাশের দিকে ওঠানো অথবা বিনা প্রয়োজনে চোখ বন্ধ করা।

১৬. সলাতে টাখনুর নিচে কাপড় ঝুলানো, অথচ তা সর্বাবস্থায় নিষেধ।

১৭. ইকামত হওয়ার পর সুন্নাত সলাতে রত থাকা; অথচ নাবী ﷺ বলেন, ইকামতের

পর আর অন্য কোনো সালাত নেই। (সহীহ মুসলিম ও অন্যান্য)

১৮. কাঁধ খালি রেখে সালাত আদায় করা।

১৯. মুসল্লীর সামনে সুতরার মধ্যবর্তী স্থান দিয়ে অতিক্রম করা।

২০. অতিরিক্ত নড়াচড়া করা।

২১. সামর্থ থাকা সত্ত্বেও ফরজ সালাত বসে আদায় করা। (বুখারী)

২২. বয়সে ছোট বালক অধিক জানা সত্ত্বেও তাকে ইমামতি করতে না দেওয়া, অথচ সাহাবী আমর ইবনে সালামা আল জুরমী رضي الله عنه ৬/৭ বছর বয়সে বড়দের ইমামতি করেন। (বুখারী)

২৩. সলাতে সৌন্দর্য গ্রহণ না করা।

২৪. উভয় খুঁটির মাঝে কাতার বাঁধা। (ইবনে মাজাহ সহীহ সূত্র)

২৫. সামনের কাতার পূর্ণ না করেই পিছনের কাতারে দাঁড়ানো। (আবু দাউদ ও নাসায়ী)

২৬. দো'আ বা কিরাত ঠোঁট নাড়িয়ে না পড়ে মনে মনে পড়া। (বুখারী)

২৭. পরপুরুষ না থাকা সত্ত্বেও মহিলার উচ্চস্বরে কিরাতবিশিষ্ট সলাতে উচ্চস্বরে কিরাত না পড়া; সাধারণত নারী-পুরুষ সমভাবেই আদিষ্ট।

২৮. পরস্পর পায়ের গিরা, হাঁটু ও কাঁধের সাথে না মিলিয়ে সালাত শুরু করা। (আবু দাউদ)

২৯. ইচ্ছা করে সলাতের ওয়াক্ত পার করে অন্য ওয়াক্তে সালাত আদায় করা, অথচ শরীয়তসম্মত ওজর ব্যতীত তা কবুল হবে না।

৩০. অসুস্থ অবস্থায় সালাত আদায় না করা, অথচ জ্ঞান থাকা পর্যন্ত যেভাবে সম্ভব সালাত আদায় করার নির্দেশ আছে। (বুখারী)

৩১. সাত অঙ্গে সিজদা না করা। (মুখমণ্ডল, উভয় হাতের তালু, উভয় হাঁটু ও উভয় পায়ের আঙুল)

৩২. মোরগের ঠোকরানোর মতো সিজদা, কুকুরের বসার মতো বসা এবং শৃগালের দেখার মতো এদিক-ওদিক দেখা। (মুসনাদে আহমাদ)

৩৩. ইমামের উভয় দিকে সালাম ফিরানোর পূর্বেই জামা'আতে মধ্যবর্তী অংশগ্রহণকারী মুসল্লিদের দাঁড়িয়ে যাওয়া এবং জামা'আতে প্রথম থেকে অংশগ্রহণকারী মুক্তাদির সালাম ফিরানো।

৩৪. সিজদায় নারী ও পুরুষ উভয়ে পেট, রান ও বাহুর মধ্যে ফাঁকা না রাখা। এক্ষেত্রে নারী-পুরুষের পার্থক্যের কোনো সহীহ দলীল নেই।

৩৫. সালামের পর পরস্পর মুসাফাহা করা অভ্যাসে পরিণত করে নেয়া।

৩৬. ফরজ সলাতের পর হাত তুলে দো'আ করা, অথচ তা কোনো সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়।

৩৭. সালাতরত অবস্থায় আঙুল ফোটানো বা উচ্চস্বরে কাশি ও হাঁচি দেওয়া।

৩৮. সলাতে সদা অমনোযোগী ও শয়তানী ওয়াসওয়াসার মধ্যে থাকা।

৩৯. পুরুষগণ সালাত আদায় না করা পর্যন্ত নারীগণ সালাত আদায়ে বিলম্ব করা।

৪০. সালাত আদায় না করে অন্যান্য ইবাদত করা, অথচ সালাত আদায় ব্যতীত অন্যান্য ইবাদতের কোনো মূল্য নেই।

৪১. প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও সুতরা ব্যবহার ব্যতীত সালাত আদায় করা।

৪২. সুতরার মধ্যবর্তী স্থান দিয়ে অতিক্রমকারী ব্যক্তিকে বাধা না দেওয়া।

৪৩. বিতর সলাত বা সালাত মাগরীবের মতো করে আদায় করা।

৪৪. ইমাম ও মুক্তাদী এক কাতারে দাঁড়ালে ইমামের কিছুটা সামনে দাঁড়ানো, অথচ এক্ষেত্রে বরাবর সমানভাবে দাঁড়াতে হবে। (বুখারী)

৪৫. সফর অবস্থায় জামা'আতের সাথে সালাত আদায় জরুরি মনে না করা।

৪৬. আজান শুরুর পূর্বে ও পরে মুয়াজ্জিনের দো'আ-জিকির আওড়ানো।

৪৭. বুকে হাত বাঁধা, সিজদাহ ও বসার ক্ষেত্রে দলীল ছাড়াই নারী-পুরুষের মাঝে পার্থক্য করা।

৪৮. উভয় পায়ে সমভাবে ভর করে না দাঁড়িয়ে এক পায়ে ভর করে দাঁড়ানো।

৪৯. পাতলা, চিপা ও ছবিযুক্ত কাপড় পরে সালাত আদায় করা।

৫০. সলাতে নাবী ﷺ-এর যাবতীয় সুন্নাতের প্রতি খেয়াল না রাখা।

যেসব বিষয় সালাতকে বাতিল করে দেয়

১. ইচ্ছাকৃত কথা বলা।
২. সম্পূর্ণ শরীর ক্বিবলার দিক থেকে সরে যাওয়া।

৩. পেশাব-পায়খানার রাস্তা দিয়ে কিছু বের হওয়া।

৪. অট্টহাসি দেওয়া।

৫. ইচ্ছাকৃত রুকু-সিজদা বেশি করা।

৬. ইচ্ছা করে ইমামের আগে যাওয়া।

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد
وأله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

تعليم الوضوء
والصلاة المصور

(باللغة البنغالية)

ويليهما : الأخطاء فيهما وأدعية الصلاة وأذكار بعد المفروضة
وأهمية الصلاة والجماعة وحكم تاركها وصفة الغسل
والتيمم والمسح على الخفين وغيرها

محمد عبد الرب عفان المدني

শুব্বান রিসার্চ সেন্টার